দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...03 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

আমলাতান্ত্রিক টানাপোড়েন ও প্রশ্নপত্র ফাঁস ॥ ১৩ মাসেও সরকারী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি

শরিফুজ্জামান পিন্টু

সরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১৩ মাসে একজন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকও নিয়োগ দিতে পারেনি। আমলাতান্ত্রিক টানাপোড়েন, নীতিমালায় ত্রুটি ও অসঙ্গতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুর্নীতির পথ অবারিত করার প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণে পৌনে চার লাখ আবেদনকারী বেকারের মধ্য থেকে ১০ হাজার প্রার্থীকে এতদিনেও নিয়োগ দেয়া যায়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শুরু হওয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে বাতিল করে নতুন বিজ্ঞাপন দিলেও নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও জটিলতা ভর করেছে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে। এদিকে একদিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে থাকছে এবং অন্যদিকে একে একে খালি হচ্ছে শিক্ষকের পদ। গত এক বছরে ১০ হাজার পদ পূরণ করতে না পারায় ইতোমধ্যে অবসর ও মৃত্যুর কারণে আরও প্রায় ১০ হাজার পদ শূন্য হয়ে পড়েছে। দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে বিরাজ করছে শিক্ষক সঙ্কট।

খোদ অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান শিক্ষক নিয়োগের দৈন্যদশায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে সম্প্রতি বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেন, নিয়োগ কর্তৃপক্ষ এটা করে, ওটা করে, কি সব যে করে জানি না, বুঝি না। বাস্তবে দেখা যায় শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণই হয় না। অথচ অর্থমন্ত্রী হিসাবে আমি চাই আগামীকালের মধ্যে শিক্ষকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণ হোক, শিক্ষকের অভাবে যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় বিঘ্ন না ঘটে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, দেখা যাবে সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর পূরণ হয়ে গেলেও শূন্যপদের সংখ্যা যত ছিল ততই রয়ে গেছে।

অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সত্যতা মেলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দৈন্যদশা দেখে। গত সরকারের আমলে শুরু হওয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে বর্তমান সরকার এক বছর আগে যে নতুন প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তা আজও শেষ হয়নি। ইতোমধ্যে আরও দশ হাজার শিক্ষকের পদ

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

আমলাতান্ত্রিক টানাপোড়েন

(৮-এর পাতার পর)

শূন্য হয়ে পড়েছে।

এদিকে নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে একবার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা বাতিল করে নতুনভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষায় পাস নম্বর কমিয়ে এত বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীকে পাস করানো হয়েছে যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। আবার দুর্নীতি ঠেকাতে যেখানে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কমানোর সুপারিশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সেখানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে ৩০ করেছে। নিয়োগ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের মতে মিলছে না। সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে শুরু হয়েছে এক হ-য-ব-র-ল অবস্থা।

জানা যায়, প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ১০ হাজার ২২৭টি পদে নিয়োগ দেবার জন্য বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার আগে বাতিল করা হয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গ্রহণ করা আবেদনপত্র। মোট ১০ হাজার ২২৭টি পদের জন্য আবেদন করে ৩ লাখ ৩৩ হাজার ২৭৮ প্রার্থী। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে গত ১৭ অক্টোবর প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের ফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু দু'দিনের মাথায় স্থগিত করা হয় এই ফল। এ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত ডিজি এ এম মোছাদ্দেকুল ইসলাম বলেন, প্রধান শিক্ষক পদে যত শূন্যপদ ছিল তা পোষ্য ও মহিলা কোটার কারণে পূরণ করা যাচ্ছিল না। ফলে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে মহিলা ও পোষ্য কোটা বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেবার আগে ১৩ থেকে ১৪শ' প্রধান শিক্ষক নেয়া যাচ্ছিল এবং তাতে অনেক পদ খালি থাকত। এজন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে মহিলা ও পোষ্য কোটা বাতিল করে ২১শ' প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ঈদের পর মেধার ভিত্তিতে এসব নিয়োগ সম্পন্ন হবে বলে ডিজি জানান। এদিকে দেশজুড়ে গুঞ্জন উঠেছে যে, রাজনৈতিক অনুগ্রহভাজনদের নিয়োগ দেবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। তবে ডিজি এ কথা অস্বীকার করেছেন।

এদিকে সোমবার দিনভর সহকারী শিক্ষকের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা ফল জানার জন্য ছিল উদ্বিগ্ন। তারা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করেছে ফল জানার জন্য। কিন্তু তারা হতাশ হয়েছে। সহকারী শিক্ষকের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অধিদফতর থেকে দায়সারাভাবে এক লাখ পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এই ফল ছাপতে পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠা প্রয়োজন। নিয়ম অনুযায়ী বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রার্থীদের ফল জানানোর কথা। প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকাও নেয়া হয় চিঠিপত্র আদান-প্রদান বা তথ্য জানানোর জন্য। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত ডিজি বলেন, এতদিন পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন না দিলেও ফল ছাপত। তাই পত্রিকাগুলোর কাছে ফল পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ৪০ বা ৫০ হাজার রোল নম্বর ছাপতে হতো। কিন্তু পাস নম্বর ৪০ থেকে কমিয়ে ২৫ নির্ধারণ করায় এক লাখ পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী পাস করেছে, যা ছাপতে হলে একটি পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠা প্রয়োজন। এর ফলে কোন পত্রিকা এত ফল ছাপতে পারেনি, দু'একটি পত্রিকা আংশিক ছেপেছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর বিজ্ঞাপন দিলে প্রার্থীরা সোমবারই ফল জানতে পারত। ডিজি বলেন, দু'একদিন পর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে ফল জানা যাবে।